নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন
এবং
অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বানে
সংবাদ সম্মেলন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক, ১৩ জানুয়ারি, ২০২২

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল আনুযায়ী আগামী ১৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে নারায়ণগঞ্জ সিটি করর্পোরেশন (নাসিক) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তফসিল অনুযায়ী ইতোমধ্যেই মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মেয়র পদে মোট ৮ জন, ২৭টি সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৬৬ জন এবং ৯টি সংরক্ষিত নারী ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে ৩৬ জন, মোট ২১০ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও, মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী মেয়র পদে ৭ জন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ১৪৮ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৩৪ জন, মোট ১৮৯ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নাসিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৭ জন মেয়র প্রার্থী হলেন: আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী সেলিনা হায়াৎ আইভী, স্বতন্ত্র প্রার্থী তৈমুর আলম খন্দকার, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মাসুম বিল্লাহ, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির রাশেদ ফেরদৌস, খেলাফত মজলিসের এ বি এম সিরাজুল মামুন, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের জসীম উদ্দীন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী কামরুল ইসলাম।

আমরা জানি যে, নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য মনোনয়নপত্রের সাথে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেছেন। আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় জনগণের কাছে তুলে ধরতে চাই। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কী ধরনের প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সে সম্পর্কে ভোটাররা ধারণা পাবেন এবং ভোটারদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল প্রার্থী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগেও আগ্রহী হবেন ভোটাররা।

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৮৯ জন মেয়র, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদপ্রার্থীর মধ্যে ২ জন সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থী এবং ১ জন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর প্রার্থীর কোনো তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়নি। তথ্য না পাওয়া ৩ জনকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ১৮৬ জন প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	১ ১৪.২৯%	০ ০%	৩ ৪২.৮৬%	৩ ৪২.৮৬%	০ ০%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	৭৪ ৫০.৬৮%	১৮ ১২.৩৩%	১৮ ১২.৩৩%	২৫ ১৭.১২%	৩ ২.০৫%	৮ ৫.৪৮%	১৪৬ ১০০%	২ জনের তথ্য পাওয়া যায়নি
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	২০ ৬০.৬১%	৭ ২১.২১%	৩ ৯.০৯%	২ ৬.০৬%	১ ৩.০৩%	০ ০%	৩৩ ১০০%	১ জনের তথ্য পাওয়া যায়নি
সর্বমোট	**৯৪** **৫০.৫৪%**	**২৬** **১৩.৯৮%**	**২১** **১১.২৯%**	**৩০** **১৬.১৩%**	**৭** **৩.৭৬%**	**৮** **৪.৩০%**	**১৮৬** **১০০%**	

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (৪২.৮৬%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর ও ৩ জনের (৪২.৮৬%) স্নাতক। বাকী ৩ জনের মধ্যে ১ জন (১৪.২৯%) এসএসসি সমমান। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ৩ জনের একজন শিক্ষকতা করছে, একজন চিকিৎসক এবং একজন দাওরা/মাস্টার্স উল্লেখ করেছেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি উল্লেখ করা একজন প্রার্থী হলেন বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির রাশেদ ফেরদৌস।
- মোট ২৭টি সাধারণ ওয়ার্ডের তথ্য পাওয়া ১৪৬ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৭৪ জনের (৫০.৬৮%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে। ১৮ জনের (১২.৩৩%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ১৮ (১২.৩৩%) জনের এইচএসসি। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর

ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৫ (১৭.১২%) ও ৩ জন (২.০৫%)। এছাড়া ৮ জন (৫.৪৮%) কাউন্সিলর প্রার্থী হলফনামায় তাঁদের শিক্ষাগত্য যোগ্যতার কোনো তথ্য উল্লেখ করেননি।

- মোট ৯টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৩৩ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে এসএসসি'র গণ্ডি অতিক্রম না করা প্রার্থীর সংখ্যা ২০ জন (৬০.৬১%)। ৭ (২১.২১%) জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ৩ (৯.০৯%) জনের এইচএসসি। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ২ (৬.০৬%) ও ১ জন (৩.০৩%)।

- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সর্বমোট ১৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে সিংহভাগের শিক্ষাগত যোগ্যতাই (১২০ জন বা ৬৪.৫২%) এসএসসি বা তার নীচে। ২০১৬ সালের নির্বাচনে এই হার ছিল ৭১.৬৪%। পক্ষান্তরে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৩৭ (১৯.৮৯%) জন। ২০১৬ সালের নির্বাচনে এই হার ছিল ১৪.৯২%। ১৫ জন প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি। বিগত নির্বাচনের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে এই নির্বাচনে যেমন স্বল্প শিক্ষিত প্রার্থীর হার হ্রাস পেয়েছে, তেমনি উচ্চ শিক্ষিতদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে; যা ইতিবাচক।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উলেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০.০০%	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৬%	১ ১৪.২৯%	০ ০.০০%	১ ১৪.২৯%	০ ০.০০%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	৩ ২.০৫%	১২২ ৮৩.৫৬%	৮ ৫.৪৮%	১ ০.৬৮%	০ ০.০০%	৩ ২.০৫%	৯ ৬.১৬%	১৪৬ ১০০%	২ জনের তথ্য পাওয়া যায়নি
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	০ ০.০০%	১৭ ৫১.৫২%	১ ৩.০৩%	১ ৩.০৩%	১৩ ৩৯.৩৯%	০ ০.০০%	১ ৩.০৩%	৩৩ ১০০%	১ জনের তথ্য পাওয়া যায়নি
সর্বমোট	**৩ ১.৬১%**	**১৪১ ৭৫.৮১%**	**১২ ৬.৪৫%**	**৩ ১.৬১%**	**১৩ ৬.৯৯%**	**৪ ২.১৫%**	**১০ ৫.৩৮%**	**১৮৬ ১০০%**	

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জন (২৮.৫৭%) ব্যবসায়ী, ১ জন (১৪.২৯%) আইনজীবি (১৪.২৯%), ১ জন চিকিৎসক (১৪.২৯%) এবং ২ জন (২৮.৫৭%) চাকুরীজীবি। একজন প্রার্থী পেশার ঘর পূরণ করেননি। তবে তার আয়ের উৎসে ব্যবসা দেখানো হয়েছে। সেদিক থেকে মোট ৩ জন (৪২.৮৬%)।
- ১৪৬ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর ১২২ জন বা ৮৩.৫৬% পেশায় ব্যবসায়ী। চাকুরী ও কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আছেন যথাক্রমে ৮ জন (৫.৪৮%) ও ৩ জন (২.০৫%)। ১জন (০.৬৮%) আইনজীবিও রয়েছেন।
- ৩৩ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যকের (১৭ জন বা ৫১.৫২%) পেশা ব্যবসা এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (১৩ জন বা ৩৯.৩৯%) গৃহিনী। ১ জন (৩.০৩%) চাকুরীজীবি ও ১(৩.০৩%) জন আইনজীবিও রয়েছেন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৭৫.৮১% ভাগই (১৪১ জন) ব্যবসায়ী। ৩ জন মেয়র প্রার্থীকে ব্যবসায়ী হিসেবে ধরলে এই হার দাড়ায় ৭৬.৩৪% (১৪২ জন)। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের নির্বাচনে এই হার ছিল ৮০.০৯%। বিগত নির্বাচনের তুলনায় এই হার হ্রাস পেয়েছে।

বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	বর্তমান মামলা (জন)	অতীত মামলা (জন)	উভয় সময়েই মামলা (জন)	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা (জন)	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা (জন)	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা (জন)	মোট প্রার্থী
মেয়র	৩ ৪২.৮৬%	১ ১৪.২৯%	১ ১৪.২৯%	০ ০%	১ ১৪.২৯%	০ ০%	৭ ১০০%
কাউন্সিলর	৪০ ২৭.৪০%	৩৪ ২৩.২৯%	১৯ ১৩.০১%	৮ ৫.৪৮%	৭ ৪.৭৯%	১ ০.৬৮%	১৪৬ ১০০%
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	৩ ৯.০৯%	১ ৩.০৩%	০ ০%	১ ৩.০৩%	০ ০%	০ ০%	৩৩ ১০০%
সর্বমোট	৪৬ ২৪.৭৩%	৩৬ ১৯.৩৫%	২০ ১০.৭৫%	৯ ৪.৮৪%	৮ ৪.৩০%	১ ০.৫৪%	১৮৬ ১০০%

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ফৌজদারি মামলা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন ৩ জন (**৪২.৮৬%**)। অতীতে ১ জনের (**১৪.২৯%**) বিরুদ্ধে এবং উভয় সময়ে ১ জনের (১৪.২৯%) বিরুদ্ধে মামলা আছে বা ছিল। অন্য ৪ জন মেয়র প্রার্থীর বিরুদ্ধে অতীত বা বর্তমানে মামলা সংশ্লিষ্টতার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- ১৪৬ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৪০ জনের (**২৭.৪০%**) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৩৪ জনের (**২৩.২৯%**) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৯ জনের (১৩.০১%) উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় ৮ জনের (৫.৪৮%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৭ জনের (৪.৭৯%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১ জনের (০.৬৮%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল।
- ৩৩ জন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (৯.০৯%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ১ জনের (৩.০৩%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১ জনের (৩.০৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে বা ছিল।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৬ জনের (২৪.৭৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৩৬ জনের (১৯.৩৫%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ২০ জনের (১০.৭৫%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৯ জনের (৪.৮৪%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৮ জনের বিরুদ্ধে (৪.৩০%) অতীতে এবং ১ জনের (০.৫৪%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উলেখ নাই	মোট
মেয়র	০ ০.০০%	৪ ৫৭.১৪%	৩ ৪২.৮৬%	০ ০.০০%	০ ০.০০%	০ ০.০০%	০ ০.০০%	৭ ১০০.০০%
কাউন্সিলর	৩ ২.০৫%	৭৭ ৫২.৭৪%	৪৫ ৩০.৮২%	২ ১.৩৭%	৩ ২.০৫%	০ ০.০০%	১৬ ১০.৯৬%	১৪৬ ১০০.০০%
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	০ ০.০০%	১৮ ৫৪.৫৫%	৯ ২৭.২৭%	০ ০.০০%	০ ০.০০%	০ ০.০০%	৬ ১৮.১৮%	৩৩ ১০০.০০%
সর্বমোট	৩ ২%	৯৯ ৫৩%	৫৭ ৩১%	২ ১%	৩ ২%	০ ০%	২২ ১২%	১৮৬ ১০০%

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে বছরে ৫ লক্ষ টাকার নীচে আয় করেন ৪ জন (৫৭.১৪%) এবং ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ৩ জন (৪২.৮৬%)। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ বার্ষিক আয় সেলিনা হায়াৎ আইভীর ১৯ লাখ ৩৮ হাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন বার্ষিক আয় জসীম উদ্দিনের ২ লাখ ৯৫ হাজার টাকা। উল্লেখ্য, জনাব সেলিনা হায়াৎ আইভী পেশার ঘরে 'চিকিৎসক' উল্লেখ করলেও, তাঁর আয়ের উৎস হচ্ছে জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রাপ্ত বেতন-ভাতা।

- ১৪৬ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৭৭ জন (৫২.৭৪%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ২৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ২ জন (১.৩৭%) এবং ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ৪৫ জন (৩০.৮২%) প্রার্থী। ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ৩ জন (২.০৫%)

- ৩৩ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১৮ জন (৫৪.৫৫%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকা বা তার নীচে। ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ৯ জন (২৭.২৭%) এবং ৬ জন (১৮.১৮%) কোন আয় উল্লেখ করেননি।

- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৯৯ জনের (৫৩%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম এবং ৫৭ জনের (৩১%) ৫ লক্ষ টাকার অধিক। ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ৩ জন (২.%)। উল্লেখ্য, মোট ২২ জন (১২%) প্রার্থীর আয়ের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

দলসমূহ	৫ লাখ টাকার নিচে	৫ লাখ ১ টাকা থেকে ২৫ লাখ টাকা	২৫ লাখ ১ টাকা থেকে ৫০ লাখ টাকা	৫০ লাখ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি টাকা	৫ কোটি টাকার উপরে	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	১ ১৪.২৯%	৪ ৫৭.১৪%	১ ১৪.২৯%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৯%	৭ ১০০%
কাউন্সিলর	৪৪ ৩০.১৪%	৫০ ৩৪.২৫%	১৯ ১৩.০১%	১২ ৮.২২%	৯ ৬.১৬%	৩ ২.০৫%	৯ ৬.১৬%	১৪৬ ১০০%
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	১৩ ৩৯.৩৯%	১২ ৩৬.৩৬%	৫ ১৫.১৫%	১ ৩.০৩%	১ ৩.০৩%	০ ০.০০%	১ ৩.০৩%	৩৩ ১০০%
সর্বমোট	৫৮ ৩১.১৮%	৬৬ ৩৫.৪৮%	২৫ ১৩.৪৪%	১৩ ৬.৯৯%	১০ ৫.৩৮%	৩ ১.৬১%	১১ ৫.৯১%	১৮৬ ১০০%

- প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও আমরা হলফনামার ভিত্তিতে সম্পদের হিসাব তুলে ধরলাম।
- মোট ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৪ জনের (৫৭.১৪%) সম্পদ ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে, ১জনের (১৪.২৮%) ২৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং অবশিষ্ট ১ জনের ৫ লক্ষ টাকার কম।
- ১৫৬ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৪৪ জন অথবা (৩০.১৪%) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ৫০ (৩৪.২৫%) জন কাউন্সিলর প্রার্থীর সম্পদ ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে, ১৯ (১৩.০১%) জন কাউন্সিলর প্রার্থীর সম্পদ ২৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে, ৯ কাউন্সিলর প্রার্থীর ১ কোটির টাকার অধিক সম্পদ রয়েছে। ৩ কাউন্সিলর প্রার্থীর ৫ কোটি টাকার অধিক সম্পদ রয়েছে।
- ৩৩ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১৩ জনের (৩৯.৩৯%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। ১ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর ৫ কোটি টাকার অধিক সম্পদ রয়েছে।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জন (৩১.১৮%) ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। কোটিপতি রয়েছেন মোট ১৪ জন।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	দায়-দেনা নেই	মোট প্রার্থী
মেয়র	০ ০%	১ ১৪.২৯%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৬ ৮৫.৭১%	৭ ১০০%
কাউন্সিলর	৩ ২.০৫%	৯ ৬.১৬%	৬ ৪.১১%	৭ ৪.৭৯%	৫ ৩.৪২%	২ ১.৩৭%	১১৪ ৭৮.০৮%	১৪৬ ১০০%
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	০ ০.০০%	০ ০.০০%	০ ০.০০%	০ ০.০০%	০ ০.০০%	০ ০.০০%	৩৩ ১০০.০০%	৩৩ ১০০%
সর্বমোট	৩ ১.৬১%	১০ ৫.৩৮%	৬ ৩.২৩%	৭ ৩.৭৬%	৫ ২.৬৯%	২ ১.০৮%	১৫৩ ৮২.২৬%	১৮৬ ১০০%

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে শুধুমাত্র মোঃ রাশেদ ফেরদৌসর ১০,৪৯,৫৪৯ টাকা ঋণ রয়েছে।
- সাধারণ আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ৩২ জন ঋণ গ্রহীতা ১১৪ প্রার্থীর কোনো দায়-দেনা নেই; এবং সংরক্ষিত আসনের সকল প্রার্থীর কোনো দায়-দেনা নেই।
- মোট ১৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ২ জন (**১.০৮%**) কাউন্সিলর প্রার্থীর কোটি টাকার উপরে ঋণ রয়েছে; ৫ কোটির উপরে দায়-দেনা আছে ১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী হাজী মোঃ আনোয়ার ইসলাম এবং ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিল্র প্রার্থী মোঃ সোহরাব হোসেনের।

শুধুমাত্র ভোটারদের কাছে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য তুলে ধরে ভোটারদের প্রতি প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানই নয়, আমাদের প্রত্যাশা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে, নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথাযথ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে সমন্বিত প্রয়াসে নারায়ণগঞ্জ মহানগরবাসীকে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন উপহার দেবেন।

কেননা, আমরা জানি যে, নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক পন্থা, যার মাধ্যমে ভোটাররা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারেন। কিন্তু সে নির্বাচন যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে অনুষ্ঠিত না হয়, তবে তা শুধু প্রশ্নবিদ্ধই হবে না, জনগণের কাছে অগ্রহণযোগ্য বলেও পরিগণিত হবে। তাই নির্বাচন পরিচালনার জন্য মূল দায়িত্বে নিয়োজিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের জন্য নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এক অগ্নিপরীক্ষাও বটে। তবে এও ঠিক যে, একটি সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের একক প্রচেষ্টায় কখনোই সম্ভব নয়। একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকার, রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী দায়িত্বে নির্বাচিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ও সমর্থক এবং ভোটারদেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

তাই নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে জনগণের প্রত্যাশা ও নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে 'সুজন'-এর উদাত্ত আহ্বানঃ

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। কিন্তু মালিকরা সরাসরি দেশ শাসন বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় না। তারা এই কাজটি সম্পন্ন করে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে।

আর এই জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের পদ্ধতিই হচ্ছে নির্বাচন। এই বাছাই প্রক্রিয়া যদি সঠিক হয়, তবে একথা বলা যায় যে, রাষ্ট্রের মালিকরা তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করছে। আর যদি সঠিক প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধি নির্বাচিত না হন, তবে সেকথা বলার সুযোগ থাকে না। তাই, জনগণের সম্মতির শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক জনপ্রতিনিধি নির্বাচন তথা সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।

সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিকভাবেও আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। কারণ আমরা 'সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ' ও International Covenant on Civil and Political Rights-এ স্বাক্ষরদাতা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে এসব আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তি মেনে চলার আবশ্যকতা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি অনুযায়ী সুষ্ঠু নির্বাচনের কতগুলো মানদণ্ড রয়েছে।

যেমন:

- ভোটার হওয়ার উপযুক্ত সকল ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন;
- যেসব ব্যক্তি প্রার্থী হতে আগ্রহী, তাঁরা প্রার্থী হতে পেরেছেন;
- প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের ফলে ভোটারদের সামনে বিকল্প প্রার্থী ছিল;
- ভোট প্রদানে আগ্রহীরা নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন;
- ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ছিল এবং
- সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া ছিল স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য।

আমাদের প্রত্যাশা আসন্ন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিটি ধাপই যথাযথভাবে সম্পন্ন হবে।

আমরা জানি যে, নির্বাচন পরিচালনার মূল দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকলেও একটি নির্বাচনে অনেক অংশীজন (স্টেক হোল্ডার) সংশ্লিষ্ট থাকে। একটি নির্বাচন তখনই অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু হয়, যখন সকল অংশীজন স্ব স্ব অবস্থানে থেকে নিজ নিজ ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে। তাই আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে 'সুজন'-এর উদাত্ত আহ্বান:

নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান:

- অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগসহ সকল অংশীজনদের নিয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।
- নিকট অতীতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমূহে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ থেকে সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করুন এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
- সফল নির্বাচন অনুষ্ঠানের ভালো দৃষ্টান্তসমূহ অনুসরণ করুন।
- সকল দল ও প্রার্থীর জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করুন।
- অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
- হলফনামায় প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যসমূহের সঠিকতা যাচাই করে অসত্য তথ্য প্রদানকারীদের মনোনয়নপত্র বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করুন।
- প্রার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই যাতে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলেন, সে ব্যাপারে কঠোরতা প্রদর্শন করুন।
- কালোটাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
- অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করুন। কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা কোনো প্রার্থীর আত্মীয়-স্বজনকে এসকল পদে নিয়োগদান থেকে বিরত থাকুন।
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা। কেউ নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করলে তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। যাতে তারা পক্ষপাতমূলক আচরণ না করেন, সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।
- প্রার্থীদের হলফনামার তথ্যের ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী তথ্যচিত্র তৈরি করে ভোটারদের মাঝে তা বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করুন।
- নির্বাচনে কোনো এলাকায় ব্যাপক অনিয়ম হলে সেই এলাকার নির্বাচন স্থগিত করুন এবং প্রয়োজনে ফলাফল বাতিল করে নতুন করে ভোট গ্রহণ করুন।

সরকারের প্রতি আহ্বান:

- সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুন।
- নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কোনোভাবেই কোনো দলের পক্ষে প্রভাবিত করবেন না।
- নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি এই বার্তা দিন যে, সরকার অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু নির্বাচন চায়।

রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান:

- যে কোনো মূল্যে বিজয়ী হওয়ার মনোভাব পরিত্যাগ করে নির্বাচনকে একটি প্রতিযোগিতা হিসেবে গ্রহণ করুন। 'আমরা বিজয়ী হবোই' এই ধরনের বক্তব্য না দিয়ে, গণরায় মাথা পেতে নেয়ার ঘোষণা দিন।
- দলের মনোনীত বা সমর্থিত প্রার্থীরা যাতে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলেন, সে ব্যাপারে তাদের নির্দেশনা দিন।
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কোনো প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার জন্য কোনোভাবেই প্রভাবিত করবেন না।

মাননীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের প্রতি আহ্বানঃ

- নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলুন।
- আইনি বাধ্যবাধকতা মেনে নির্বাচনী প্রচারণা থেকে বিরত থাকুন।
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কোনো প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার জন্য কোনোভাবেই প্রভাবিত করবেন না।

নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বানঃ

- নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন ।
- কোনো বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে বা কোনো দলের অনুগত হয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।
- ভোটকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম সৃষ্টিকারীদের পুলিশে সোপর্দ করুন।
- অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের আওতার বাইরে গেলে ভোট গ্রহণ বন্ধ করুন।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বানঃ

- যথাযথভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুন।
- পক্ষপাতমূলক আচরণ বা দলীয় বিবেচনাকে প্রাধান্য দেয়া থেকে বিরত থাকুন। রাজনৈতিক বিবেচনায় হয়রানীমূলক মামলা ও গ্রেফতার থেকে বিরত থাকুন।
- আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বানঃ

- নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করুন।
- নির্বাচনী অনিয়ম ও আচরণবিধি ভঙ্গের বিষয়গুলো ফলাও করে প্রকাশ ও প্রচার করুন।
- অনিয়ম ও আচরণবিধি ভঙ্গের জন্য প্রার্থী বা অন্য কাউকে সতর্ক করা হলে অথবা জরিমানা বা অন্য কোনো ধরনের শাস্তি প্রদান করা হলে তা ফলাও করে প্রকাশ ও প্রচার করুন।
- প্রার্থীদের সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করুন।
- প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহ ভোটারদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরুন, যাতে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোট দিতে পারেন।

প্রার্থী ও সমর্থকদের প্রতি আহ্বানঃ

- নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলুন।
- অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট ক্রয় থেকে বিরত থাকুন ।
- ভোটার বা অন্য প্রার্থীর সমর্থকদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা কোন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- নির্বাচনকে প্রতিযোগিতা হিসেবে গ্রহণ করুন এবং যে কোনো ধরনের ফলাফল স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়ার ঘোষণা দিন।

সচেতন নাগরিকদের প্রতিঃ

- অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলেই যেন স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করেন, সে লক্ষ্যে চাপ সৃষ্টি করুন।
- সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের পক্ষে আওয়াজ তুলুন এবং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করুন, যাতে তাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন।

ভোটারদের প্রতি আহ্বানঃ

- ভোট প্রদানকে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব মনে করে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করুন।
- অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন।
- দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, যুদ্ধাপরাধী, নারী নির্যাতনকারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, ঋণখেলাপী, বিলখেলাপী, সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি, ভূমিদস্যু, কালোটাকার মালিক অর্থাৎ কোন অসৎ, অযোগ্য ও গণবিরোধী ব্যক্তিকে ভোট দেবেন না।

আশাকরি নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবেন।

একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে গতানুগতিকভাবে নির্বাচনের দিনে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করি না। আমরা পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপরই নজর রাখি। এই নির্বাচনেও তা করা হচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পূর্ববর্তী দুটি নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হলেও ইতোমধ্যেই এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীরা একে অপরের বিরুদ্ধে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করছেন। আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে কারো কারো বিরুদ্ধে। একজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধেও আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। তবে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্মী সমর্থকদের গ্রেপ্তার ও পুলিশি হয়রানির বিষয়টি আমাদের অত্যন্ত গুরুতর মনে করছি; কেননা খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন থেকে শুরু করে পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে এই কৌশলটি ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে আমরা নির্বাচন কমিশন ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমরা জানি যে, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হচ্ছে ইভিএম-এর মাধমে। সর্বশেষ অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ইভিএম ব্যবহার নিয়ে ব্যাপক অভিযোগ উঠেছিল। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা, নির্বাচন কমিশনকে পক্ষপাতদুষ্ট মনে করায়, ভোটারদের সন্দেহ ইভিএম-এর মাধ্যমে কারসাজি করে বিশেষ দলের প্রার্থীকে জিতিয়ে দেওয়া হতে পারে। তাছাড়া অত্যাধুনিক ইভিএম-এ ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেইল (ভিভিপ্যাট) থাকে; যা ব্যবহার করে ভোটাররা যাকে ভোট দিয়েছিলেন, তার পক্ষে ভোট পড়েছে কি না তা নিশ্চিত হতে পারে এবং প্রয়োজনে ভোট পুনর্গণনাও করা যেতে পারে। কিন্তু টেকনিক্যাল ও উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ সত্ত্বেও আমাদের দেশে ইভিএম-এর সাথে 'ভিভিপ্যাট' যুক্ত করা হয়নি।

আমরা আবারও জোর দিয়ে বলতে চাই যে, প্রার্থীরা হলফনামা আকারে যেসকল তথ্য মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করেন, তার সঠিকতা যাচাই করে অসত্য তথ্য প্রদানকারী প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিল করা উচিত। তা না হলে, এসকল তথ্য নেওয়ার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছি যে, তথ্য ফরম যথযথভাবে পূরণ করা না হলেও, এমন কি তথ্যের ছক ফাঁকা রাখা হলেও সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়নি।

আমরা আরও মনে করি যে, নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে প্রার্থীদের তথ্যসমূহ লিফলেট আকারে ভোটারদের মাঝে বিতরণ করা উচিত; যাতে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করতে পারেন।

আমাদের প্রত্যাশা, আসন্ন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কর্পোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন; সরকার; রাজনৈতিক দল; মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় সংসদ সদস্যগণ; প্রার্থী ও সমর্থক; সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি; আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী; গণমাধ্যম; নির্বাচন পর্যবেক্ষক; সচেতন নাগরিক এবং ভোটারগণ স্ব স্ব অবস্থান থেকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবেন এবং আমরা একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু নির্বাচন প্রত্যক্ষ করবো।

পরিশেষে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রথম ও দ্বিতীয় নির্বাচনের কথা মনে রেখে আমরা আশাবাদী হতে চাই। সম্ভবত এই কমিশনের জন্য সরাসরি সাধারণ জনগণের ভোটে এটিই সর্বশেষ নির্বাচন। আমাদের প্রত্যাশা নির্বাচন কমিশন তাঁদের এই শেষ কর্মযজ্ঞটি দায়িত্বশীলতা, কঠোরতা ও সাহসিকতার সাথে সফলভাবে সম্পন্ন করুক এবং ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করুক।